দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 OCT 1985
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

003

ছাত্রাবাসের অবস্থা

গত ১৫ই অক্টোবরের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা দেশের মানুষকে যেমন শোকে অভিভূত করেছে তেমনি ভয়ও ছড়িয়ে দিয়েছে শিক্ষাঙ্গনে, অভিভাবকমহলে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রাবাসগুলিতে একটা অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়েছে। জগন্নাথ হলের মত দুর্ঘটনা যদি আবার কোথাও ঘটে সে আশংকা সবার মনে।

ভয়টা একেবারে অমূলকও বলা চলে না। দেশের অনেক ছাত্রাবাসের অবস্থাই জরাজীর্ণ। এমন কিছু ছাত্রাবাসও আছে যেগুলিকে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারের অযোগ্য বলে ঘোষণা না দিলেও সেখানে বসবাস একরা রীতিমত ঝুঁকিপূর্ণ। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্ররা এতদিন এসব ছাত্রাবাসে থেকেছে ঠিকই। তবে জগন্নাথ হলের দুর্ঘটনার পর হঠাৎ সবাই সচকিত হয়ে উঠেছে। যশোর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, নড়াইল সরকারী ভিকটোরিয়া কলেজের উপেন্দ্রনাথ হোস্টেল ছাত্ররা খালি করে দিয়েছেন। শতাব্দী প্রাচীন এই ছাত্রাবাসটি ভেঙে পড়ার আশংকা আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু সাঈদ হলটির অবস্থাও খুব খারাপ। বৃটিশ আমলে নির্মিত এ হলটিও বসবাসের অযোগ্য বলে চিহ্নিত হয়েছে। যদিও হলটি এখনও পরিত্যক্ত হয়নি।

খোঁজ নেয়া হলে দেশের শিক্ষাঙ্গনে এরকম ছাত্রাবাসের সাক্ষাৎ আরও পাওয়া যাবে। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে ছাত্ররা হয়ত বাধ্য হয়ে এসব হলে থাকবেনও। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল, ১৫ই অক্টোবরের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা আর দেখতে চাই না। যেকোন মূল্যে আমরা এরকম আশংকার অবসান চাই। আমরা মনে করি, দেশের সব ছাত্রাবাস সম্পর্কে জরীপ চালানো দরকার। যে ছাত্রাবাসগুলির অবস্থা সন্তোষজনক নয় সেগুলি অবিলম্বে খালি করে দেবার জন্যে ছাত্রদের নোটিশ দিতে হবে। এবং ছাত্রদের থাকার বিকল্প ব্যবস্থাও করতে হবে। ছাত্রাবাসের অবস্থা পরিদর্শনের জন্যে নিয়মিত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

জগন্নাথ হলে যা ঘটে গেছে তা আর ফেরানো যাবে না। কিন্তু এ দুর্ঘটনা কর্তব্যে শৈথিল্যের যে পরিচয় রেখে গেছে তার সংশোধন দরকার। এমন ঘটনা যাতে আর কখনো না ঘটে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।